যাকাত সম্পদকে শুদ্ধ করে। আয়ে প্রবৃদ্ধি আনে।
দেয় ইহ-পারলৌকিক কল্যাণের নিশ্চয়তা।

এর প্রমাণ মেলে পবিত্র কোরআনে যাকাত বিষয়ে পরম করুণাময় আল্লাহর একাধিক নির্দেশনায়, যার একটি হচ্ছে—'নিশ্চয়ই যারা সত্যে বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তাদের জন্যে যথাযথ পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের কোনো ভয় বা পেরেশানি থাকবে না।' (২:২৭৭)

গ্রহীতার অনটনমুক্তি থেকে সামাজিক কল্যাণ—সার্বিকভাবে যাকাতের প্রভাব বহুগুণে বৃদ্ধি পায় যখন তা আদায় করা হয় সঙ্ঘবদ্ধভাবে। যাকাতের যে মূল লক্ষ্য ও চেতনা—দারিদ্র্যমুক্ত একটি সুখী-সচ্ছল সমাজ, সেই সম্ভাবনাও বাড়ে যখন এর সামাজিকায়ন ঘটে।

আপনি জানেন, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন দেশজুড়ে পরিচালনা করছে ৩৬টি সেবাকাজ। সেবা পাচ্ছেন কয়েক লক্ষ মানুষ। জন্ম থেকে শুরু করে শিক্ষা স্বাস্থ্য পুনর্বাসন পেরিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। এর অনেকগুলো উদ্যোগ আরো ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে আপনার আন্তরিক অংশগ্রহণে।

যাকাত সামাজিকায়নে অংশ নিন। আপনার প্রশান্ত ও বরকতময় জীবনের পাশাপাশি সুনিশ্চিত করুন আরো কোটি মানুষের জীবনমানের উত্তরণ। কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রমে অংশী হয়ে ভূমিকা রাখুন সচ্ছল সমাজ গঠনে।

সম্মানিত যাকাতদাতা, অগ্রিম অভিনন্দন আপনাকে!

যাকাত সামাজিকায়ন আপনিও অংশী হোন

আপনি কি সম্মানিত যাকাতদাতা?

নিজের প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে ৫২ ভরি রুপা বা সমমানের অর্থ এক চান্দ্রবছর জমা থাকলে প্রাপ্তবয়স্ক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানের ওপর যাকাত ফরজ। রুপার বর্তমান বিক্রয়মূল্য হিসাবে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা থাকলে যাকাত ফরজ হয়। অর্থাৎ সব ধরনের প্রয়োজন মেটানোর পর আপনার কাছে যদি এক চান্দ্রবছরে কমপক্ষে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা সঞ্চিত থাকে, তাহলে আপনি একজন সম্মানিত যাকাতদাতা।

ওশর ॥ ফসলের যাকাত

২৮ মণ পাঁচ সের বা তদূর্ধ্ব ফসল হাতে এলে ফসলের যাকাত বা ওশর দিতে হবে।

প্রাকৃতিক উপায়ে চাষোপযোগী জমি

বৃষ্টি, নদী-নালা বা খাল, ঝর্না ইত্যাদির পানিতে বা প্রাকৃতিকভাবে সিক্ত ও চাষোপযোগী জমির ফসলের এক-দশমাংশ ওশর দিতে হবে।

যে জমিতে কৃত্রিম উপায়ে পানি সেচ করতে হয়

যে জমিতে (পশু বা যন্ত্র ব্যবহার করে; শ্রম বা মজুরির বিনিময়ে) পানি সেচ করতে হয়, সে জমির ফসলের ২০ ভাগের একভাগ ওশর আদায় করতে হবে।

যাকাত দিতে হবে
মোট উদ্বৃত্ত সম্পদের
২.৫%

যাকাতের
নিয়ত না করে
নিজের সকল সম্পদ দান করে
দিলেও যাকাত আদায় হবে না।

যাকাত কী?

যাকাত ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের অন্যতম। যাকাত আদায় করা সচ্ছল মুসলমানের প্রতি আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ। স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে এ নির্দেশ কোনো মুসলমানের অমান্য করার অর্থই হলো আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে মুনাফেকি করা।

যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্র করা, পরিশুদ্ধ করা বা প্রবৃদ্ধি দান করা। শরিয়তের ভাষায়, নির্ধারিত সম্পদ নির্দিষ্ট শর্তে তার হকদারকে অর্পণ করা। কোনো মুসলমান যদি আল্লাহ-নির্ধারিত (নিসাব) পরিমাণ সম্পদের মালিক হন এবং তা একবছর তার কাছে থাকে, তাহলে নির্ধারিত অংশ হকদারের কাছে পৌঁছে দেয়াকে যাকাত বলা হয়।

শরিয়তসম্মতভাবে যাকাত আদায় না করলে গোটা সম্পদই মুমিনের জন্যে হারাম হয়ে যায়।

কোরআনে যাকাতের প্রসঙ্গ

যাকাত ও সৎকর্মের পরিবর্তে রয়েছে আরো বড় পুরস্কার

তোমরা নামাজ কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও অর্থাৎ সৃষ্টির কল্যাণে দান করো। আসলে যা-কিছু সৎকর্ম তোমরা অগ্রিম আল্লাহর কাছে পাঠাবে, তার পরিবর্তে পরকালে এর চেয়ে ভালো, এর চেয়ে অনেক বড় পুরস্কার তোমরা তাঁর কাছে পাবে।

—সূরা মুজাম্মিল : ২০

জমা থাকবে আল্লাহর কাছে

(হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো। পরকালীন মুক্তির জন্যে তোমরা যতটুকু সৎকর্ম করবে, তার সবটাই আল্লাহর কাছে জমা থাকবে। আল্লাহ তোমাদের সব কাজেরই দ্রষ্টা।

—সূরা বাকারা : ১১০

যাকাতদাতার ভয় ও পেরেশানি থাকবে না

নিশ্চয়ই যারা সত্যে বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তাদের জন্যে যথাযথ পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের কোনো ভয় বা পেরেশানি থাকবে না।

—সূরা বাকারা, ২৭৭

যাকাতের সত্যিকার গ্রহীতা স্বয়ং আল্লাহ

ওরা কি জানে না যে, একমাত্র আল্লাহই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করতে পারেন? নিশ্চয়ই তিনি যাকাতের (সত্যিকার) গ্রহীতা এবং বান্দার তওবা কবুলকারী ও তার ওপর করুণাবর্ষণকারী।

—সূরা তওবা : ১০৪

আল্লাহর করুণায় সিক্ত হওয়ার জন্যেই যাকাত

আমি (আল্লাহ) তাদেরকেই
করুণায় আপ্লুত করি,
যারা আল্লাহ-সচেতন,
যাকাত আদায় করে,
আমার বাণী ও বিধিবিধান
অনুসরণ করে।

—সূরা আরাফ : ১৫৫-১৫৬

(হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা
নামাজ কায়েম করো, যাকাত
আদায় করো এবং রসুলের
আনুগত্য করো, যাতে
তোমরা আল্লাহর করুণাসিক্ত
হতে পারো।

—সূরা নূর : ৫৬

যাকাতদাতার রক্ষাকারী ও সাহায্যদাতা আল্লাহ

(হে বিশ্বাসীগণ!) নামাজ কায়েম করো, যাকাত আদায়
করো, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসে অটল থাকো। তিনিই
তোমাদের রক্ষাকারী। তিনি মহানুভব অভিভাবক
এবং উত্তম সাহায্যকারী!

—সূরা হজ : ৭৮

যাকাতদাতা থাকেন আল্লাহর রহমতের ছায়ায়

বিশ্বাসী নর হোক বা নারী, তারা একে অপরের
সাথি। এরা পরস্পরকে সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে
আর পাপ-অন্যায় থেকে বিরত রাখে। তারা
নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে,
আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে।
এরাই আল্লাহর রহমতের ছায়ায় থাকবে।

—সূরা তওবা : ৭১

হাদীসে যাকাতের প্রসঙ্গ

যাকাত আদায় ফরজ

নবীজী (স) মুয়াজ ইবনে জাবল-কে (রা) ইয়েমেনে পাঠানোর সময় সুস্পষ্টভাবে বলে দেন যে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাদের বলবে—আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং যাকাত আদায় ফরজ করেছেন। তাদের মধ্যে যারা ধনী, তাদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে গরিবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); বোখারী, মুসলিম

চূড়ান্ত বিচারের আগেই শাস্তি

যার যাকাত ফরজ হবে সে যদি যাকাত আদায় না করে, তবে মহাবিচার দিবসে চূড়ান্ত বিচার সম্পন্ন হওয়ার আগেই কঠিন শাস্তি শুরু হবে। হিসাবনিকাশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি চলতে থাকবে। তারপর তার গন্তব্য জাহান্নাম বা জান্নাত তার দৃষ্টিগোচর হবে।

—আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

যাকাত আদায়ের শর্ত

কোনো যাকাতযোগ্য ধনসম্পদ প্রাপ্তির একবছর পূর্ণ হলে তার যাকাত দিতে হবে। একবছর পূর্ণ না হলে তার যাকাত দিতে হবে না।

—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); তিরমিজী

সম্পদের দোষ দূর করে যাকাত

যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত প্রদান করে, তার সম্পদের দোষ দূর হয়।

—ইবনে খুজায়মা; তাবারানী

নারীদের প্রতি যাকাতের আহ্বান

হে নারীরা! অলংকারসহ তোমরা তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় করো।

—জয়নব (রা); মেশকাত

যাকাত আদায় করতে হবে সন্তুষ্টচিত্তে

তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে যাকাত আদায় করো।

—জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) মুসলিম, নাসাঈ

অপরের কল্যাণচিন্তা ও ত্যাগের মানসিকতা গড়ার প্রশিক্ষণ যাকাত

আল্লামা শেখ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী

বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ

আমার বিশ্বাস, আল্লাহপ্রদত্ত এবং মানবসৃষ্ট যত ধরনের নিয়মনীতি ও বিধান পৃথিবীতে এসেছে, তার মধ্যে যাকাত অনন্য। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, আদর্শিক, এবং ধর্মীয়—প্রতিটি বিষয়ের এক অপূর্ব সমন্বয় হলো যাকাত।

অর্থের সুনিশ্চিত, ধারাবাহিক এবং স্থায়ী একটি উৎস যাকাত। যে-কোনো অক্ষমতা, দুর্ঘটনা ও দুর্যোগে ব্যক্তিমানুষের জন্যে ঢাল হয়ে দাঁড়ায় এটি। একইসাথে এই বিধান প্রত্যেকের মাঝে এই অনুভূতি সঞ্চার করে—যার পর্যাপ্ত আছে সে অভাবীকে দান করবে এবং যে সামর্থ্যবান সে দুর্বলের কষ্ট ঘোচাবে।

অপরের কল্যাণচিন্তা ও ত্যাগের মানসিকতা গড়ার প্রশিক্ষণ হিসেবে কাজ করে যাকাত। সমাজে ঈর্ষা ও ভোগবিলাসের বিপরীতে এটি ধারালো তরবারির মতো। সবচেয়ে বড় কথা, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে বিশ্বাসীরা স্রষ্টার সন্তুষ্টির সুযোগ পায়।

তার বই 'ফিকহ্ আয-যাকাহ্' থেকে (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২১)

আসুন সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত দেই

আল্লামা ড. এম শমশের আলী

শিক্ষাবিদ, পরমাণুবিজ্ঞানী

যাকাত হিসাব করে দিতে হবে। কাউকে কিছু টাকা দিয়ে দিলাম, কোনো বিপদে একটু-আধটু সাহায্য করলাম—এভাবে নয়। সারাবছর নিজের ও পরিবারের সকল ভরণপোষণের ব্যয় বাদে যে উদ্বৃত্ত অর্থ-সম্পদ থাকে, তার ওপর ২.৫% হিসাবে যাকাত দিতে হবে।

আর যেখানে যাকাত দিলে আপনার মনে কোনো সন্দেহ বা প্রশ্ন থাকবে না যে, উপযুক্ত খাতে ভালোভাবে ব্যয় হলো কিনা, সেখানেই যাকাত দিন।

আমরা সবাই যাকাতের টাকা যদি সঠিকভাবে দেই এবং সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করি, তাহলে কোনো দারিদ্র্য থাকবে না। আমাদেরকে কোথাও হাত পাততে হবে না। দেশ দরিদ্র হবে না, দেশের মানুষও দরিদ্র হবে না। আসুন, আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত দেই।

সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার বিধান যাকাত

হাফেজ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক

ইসলাম আল্লাহর দেয়া পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থায় এক সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি ছাড়াও সামাজিক ন্যায়বিচারকে নিশ্চিত করার জন্যে রয়েছে যাকাতের বিধান। সমাজের বিত্তবান ও সচ্ছল মানুষদের বাড়তি সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিত আদায় করে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের মধ্যে যথাযথ বণ্টন করাই যাকাতের প্রধান লক্ষ্য।

এটি যেমন একটি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম তেমনি ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদতও। তাই কোরআনের বহু স্থানে নামাজ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যাকাত প্রদানেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু যাকাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে এই কল্যাণময় ব্যবস্থাটি থেকে আমাদের সমাজ যথোচিতভাবে উপকৃত হতে পারছে না।

ধনী ও দরিদ্রের মাঝে আন্তরিক সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে যাকাত

মওলানা ছায়ীদুল হক

ইসলামী চিন্তাবিদ ও খতিব

আমাদের সমাজে ভিক্ষার মতো করে যাকাতের অর্থ বিতরণ করার সংস্কৃতি প্রচলিত আছে। অধিকাংশ যাকাতদাতাই ত্রুটিপূর্ণভাবে যাকাত দেন। তারা নিজেই যাকাতের অর্থ যাকে খুশি দেন। এটি মহান স্রষ্টার বিশাল পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে।

আল্লাহ যাকাত ফরজ করেছেন মানুষকে দারিদ্র্যমুক্ত করার জন্যে, সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্যে। ধনী ও দরিদ্রের মাঝে আন্তরিক সেতুবন্ধন সৃষ্টির জন্যে, মানবিক মূল্যবোধকে সমুন্নত করার জন্যে। কিন্তু যেভাবে যাকাত আদায় করা হচ্ছে, এতে ধনী-গরিবের ব্যবধান বাড়ছে, বিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে গ্রহীতা দরিদ্রই থেকে যাচ্ছে, দাতাও প্রশান্তি পাচ্ছে না।

অথচ এরকম কোনো দৃষ্টান্ত আমরা খুঁজে পাই না—যাকাত ফরজ হওয়ার পর সাহাবীরা নিজেদের যাকাতের অর্থ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন এবং ইচ্ছামতো বিতরণ করেছেন। রসুল (স) যাকাত ফান্ড গঠন করেছেন এবং কর্তৃপক্ষ ঠিক করে দিয়েছেন। সামর্থ্যবানদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং যারা যাকাত গ্রহণ করতে পারবে, তাদের কাছে যাকাত পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এটাই যাকাতের মূল স্পিরিট।

কোয়ান্টাম আমাদেরকে কল্যাণের পথে ডাক দিচ্ছে

অধ্যাপক ডা. আহমদ মরতুজা চৌধুরী

উপদেষ্টা, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টির জন্যে সরাসরি রিজিকের ব্যবস্থা করেন। পশু-পাখি, গাছপালা সবার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ সরাসরি রিজিক দেন না। সমাজে কিছু মানুষকে তিনি বেশি সম্পদ দিয়েছেন এই লক্ষ্যে যে, সামর্থ্যবানরা যেন দরিদ্র-অসহায় মানুষের রিজিকের মাধ্যম হতে পারে। মানুষ যে সামাজিক জীব, সেই সামাজিকায়ন যেন এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয়। সমাজে একে অন্যের প্রতি যেন মমতা বৃদ্ধি পায় এবং সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

দুঃখজনক হলেও সত্য—সমাজে অনেকেই যাকাতের ব্যাপারে এখনো সচেতন নন। অথচ হাদীসে আমরা পাই—'সামর্থ্যবান হওয়া স্বত্ত্বেও যারা যাকাত আদায় করে না, মহাবিচার দিবসে চূড়ান্ত বিচার সম্পন্ন হওয়ার আগেই তাদের শাস্তি শুরু হয়ে যাবে।' তাই সহি-শুদ্ধভাবে যাকাত আদায় করতে হবে। অন্যকেও সচেতন করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, সৎকর্ম অব্যাহত রাখা এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা—এর মাঝেই রয়েছে নিশ্চিত কল্যাণ। কোয়ান্টাম আমাদেরকে এই কল্যাণের পথেই ডাক দিচ্ছে।

যাকাত—একদিকে আল্লাহর হুকুম, আরেকদিকে অন্যের হক

সৈয়দ মুসতাফা মুনীরুদ্দীন

ইসলামী গবেষক ও খতিব, দারুল হিকমাহ

যাকাত গরিবের হক বা অধিকার। এ হক আদায় করা যাকাতদাতার জন্যে ফরজ বা অবশ্য পালনীয়। একদিকে আল্লাহর হুকুম আরেকদিকে অন্যের হক—এ দুটোকে অবহেলা করে একজন যাকাতদাতা নিশ্চিন্তে থাকেন কী করে? আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসুলের আনুগত্য করো। কিন্তু যদি এরপর তোমরা (রসুল থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, (তবে মনে রেখো) তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী। আর তোমাদের দায়িত্ব পালনের দায় তোমাদের।' *(সূরা নূর : ৫৪)*

অর্থাৎ দায়িত্ব ভাগ হয়ে গেছে। রসুল (স) তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। এখন আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব পালন না করি, সেটার দায়ভার আমাদেরকেই বহন করতে হবে। তাই যাকাত প্রদানে কোনো ধরনের পলায়নপর মানসিকতা আমাদের যেন না থাকে। কী কী অসুবিধা বা ঋণ থাকার কারণে যাকাত দিতে পারছি না, এরকম অজুহাত দাঁড় করিয়ে আল্লাহকে বুঝ দেয়ার মানসিকতায় আমরা যেন না ভুগি।

যাকাতের বিধান

যাকাতযোগ্য বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী আছে যেমন : সোনা, রুপা, নগদ টাকা, উৎপাদিত ফসল ও গবাদি পশু, পণ্যদ্রব্য বা শেয়ার ইত্যাদি। কিন্তু এককভাবে কোনোটিই যদি যাকাতযোগ্য পরিমাণে না-ও থাকে, অথচ সবমিলিয়ে সম্পদের মূল্যমান যদি নিসাব (নির্ধারিত) পরিমাণ হয় তাহলেও প্রাপ্তবয়স্ক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলিমদের ওপর যাকাত ফরজ হবে।

যে-সব সম্পদের যাকাত হয় না

জমি বাড়িঘর দালান দোকান কারখানা যন্ত্রপাতি বা কাজের হাতিয়ার, অফিস ও ঘরের আসবাবপত্র-সরঞ্জামাদি, ব্যবহারিক যানবাহন ও চলাচলের পশু, নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী, গৃহপালিত পশুপাখি ইত্যাদির যাকাত হয় না।

ব্যবসার দেনা (যেমন, বাকিতে মালামাল বা কাঁচামাল ক্রয় করলে কিংবা বেতন/ মজুরি, ভাড়া, বিদ্যুৎ-গ্যাস ইত্যাদি) পরিশোধিত না থাকলে সেই পরিমাণ অর্থ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে।

কোনো কারখানা বা কোম্পানিতে আপনার শেয়ার মূল্যের যাকাত দেয়া ফরজ। তবে এর যে অংশ কলকব্জা ইত্যাদি উপকরণ বাবদ খরচ হয়েছে, তার যাকাত দিতে হবে না।
(নেজামে যাকাত)

সরকারকে ট্যাক্স বা আয়কর দেয়ার সময় যাকাতের নিয়ত করলে তা যাকাত হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ সরকার তা যাকাত হিসেবে বা শরীয়ত নির্ধারিত খাতেও ব্যয় করে না।
(কায়রো ওলামা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত)

ঋণের তুলনায় নগদ টাকা বেশি থাকলে ঋণ পরিশোধ করার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বাদ দিয়ে বাকি টাকার ওপর যাকাত দিতে হবে।

যে-সব সম্পদের যাকাত দিতে হয়

সোনা-রুপা

- সোনা বা রুপার তৈরি গয়না, তৈজসপত্র, ফার্নিচার ইত্যাদির ওপর নিসাব (নির্ধারিত) পরিমাণ যাকাত ফরজ; তা ব্যবহারে থাকুক বা না থাকুক। তবে গয়নার বিক্রয়মূল্যের ওপর যাকাত দিতে হবে।
- মুদ্রা ও গয়না ইত্যাদি যে-সব জিনিসে সোনা বা রুপার পরিমাণ অধিক, সে-সব জিনিস সোনা বা রুপা হিসেবেই গণ্য। এতে ব্যবহৃত সোনা-রুপা থেকে খাদ বাদ দিয়ে যাকাত দেয়া কর্তব্য। *(দুররে মুখতার ও শামী)*
- যাকাতযোগ্য অলংকার রয়েছে কিন্তু নগদ অর্থ নেই, তাহলে যাকাত হিসেবে নির্ধারিত পরিমাণ অলংকার অথবা তা বিক্রি করে যাকাতের অর্থ দিতে হবে।

সঞ্চিত অর্থ

- দেশে প্রচলিত মুদ্রা (টাকা) ও বৈদেশিক মুদ্রা (ডলার, পাউন্ড, রিয়াল, দিরহাম) ইত্যাদি যেহেতু বিনিময়ের জন্যেই নির্দিষ্ট এবং সোনা-রুপার স্থানেই ব্যবহৃত; এর পরিমাণ সাড়ে ৫২ ভরি খাদহীন রুপার দামের সমান হলে যাকাত দিতে হবে। *(শামী ও ১৩৮৫ হি. কায়রোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনের সিদ্ধান্ত, বায়িনাত, করাচি)*
- প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা যখন উসুল হবে তখন থেকেই যাকাত দিতে হবে। *(এমদাদুল ফতোয়া, ২য় খণ্ড, পৃ-৬৪৫)*
- ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট বাবদ টাকা নিসাব (নির্ধারিত) পরিমাণে পৌঁছলে তার ওপর যাকাত দিতে হবে।
- স্ত্রীর দেনমোহরের জমাকৃত টাকা এবং কোরবানির জন্যে জমাকৃত টাকার ওপর যাকাত দিতে হবে।
- কারো কাছে কাফফারা বা মানত আদায় অথবা হজ আদায়ের টাকা আছে, যদি তা নিসাব (নির্ধারিত) পরিমাণ হয় তবে যাকাত ফরজ। এগুলো আল্লাহর দেনা, যা যাকাতের প্রতিবন্ধক নয়। *(দূর-৬)*

ব্যবসা

- ব্যবসার মালের ওপর যাকাত ফরজ, যদি এর মূল্য সাড়ে সাত ভরি সোনা বা সাড়ে ৫২ ভরি রুপার সমান হয়। এছাড়া খামারে পালিত গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, মাছ, পোনা, নার্সারির বীজ, চারা, হাউজিং ব্যবসার জমি, প্লট, ভবন, অ্যাপার্টমেন্ট বা প্রাপ্ত বাড়িভাড়ার ওপরও যাকাত দিতে হবে।
- শিল্প স্থাপন বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার পরও যদি যাকাতযোগ্য পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ থাকে, তাহলে যাকাত দিতে হবে। যেহেতু ঋণের বিপরীতে আপনার শিল্প বা ব্যবসা চালু রয়েছে।

পাওনা টাকা

- অন্যের কাছ থেকে পাওনা টাকার ওপর যাকাত ফরজ, যদি দেনাদার তা স্বীকার করে এবং আদায়ের অঙ্গীকার করে অথবা নিজের কাছে তা উসুলের উপযুক্ত দলিল-প্রমাণ থাকে। *(শামী)*

যাকাত নিয়ে কিছু প্রশ্ন

প্রশ্ন অসহায় অনেক মানুষ তো আমার চারপাশেই আছে। তাদেরকে বাদ দিয়ে আমি কোয়ান্টামে কেন যাকাত দেবো? কীভাবে বুঝব কোয়ান্টাম সঠিকভাবে যাকাতের টাকা দুস্থদের মাঝে বণ্টন করছে?

উত্তর : কোয়ান্টাম সঠিকভাবে যাকাত আদায়ের কাজটি করছে কিনা, জানতে চাওয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। ১৯৯৬ সালে যখন আমরা যাকাত কার্যক্রম শুরু করি, সেবাখাতগুলো তখন থেকেই সবার জন্যে উন্মুক্ত। যে-কেউ এখানে দান করতে পারেন। কোথায় কী সেবাকাজ হচ্ছে তা যদি আগ্রহী কেউ জানতে চান, সেই সুযোগও রয়েছে।

আমাদের বুলেটিন, ব্রোশিওর, ওয়েবসাইট, ভিডিও ডকুমেন্টারিতে নিয়মিত ভিত্তিতে হালনাগাদ তথ্যগুলো প্রকাশিত হয়। আবার মাতৃমঙ্গল, চিকিৎসাসেবা, প্রবীণসেবা, বান্দরবানের লামায় আড়াই সহস্রাধিক ছেলেমেয়ের লালনপালন, হাফেজিয়া মাদ্রাসা ইত্যাদি সব উদ্যোগ যে-কেউ নিজ দায়িত্বে সরাসরি দেখে আসতে পারেন।

শুকরিয়ার সাথে বলতে পারি, আমরা শুরু থেকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি আর্থিক স্বচ্ছতা এবং প্রকৃত অসহায়ের কাছে সাহায্য পৌঁছে দেয়ার বিষয়টিতে। আর এজন্যে আমাদের কাজগুলোতে এবং কোয়ান্টামে যাকাতদাতাদের জীবনে বরকত এত বেশি। আলহামদুলিল্লাহ!

ব্যক্তি-উদ্যোগের সাথে সঙ্ঘের পার্থক্য এখানেই। ব্যক্তির তৎপরতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিছুদিন পর ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে, কখনো কখনো হয়তো থেমেই যায়। এমন উদাহরণ কম নয়। তবে সঙ্ঘ বহমান কাজের অন্যতম উৎস। অনেক মানুষের মেধা-শ্রম-অর্থ যুক্ত হয় বলে সঙ্ঘবদ্ধ সেবা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

তাই যথাযথভাবে যাকাত আদায় করতে চাইলে এ বিষয়গুলো ভাবুন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। মনে রাখবেন, কোথায় এবং কীভাবে দানের অর্থ ব্যয় করা হলো, সেই জবাবদিহিতা থেকে দাতা দায়মুক্ত নন।

প্রশ্ন যাকাতের টাকা মাসে মাসে দিতে হয়? নাকি শুধু রমজান মাসে দিতে হয়?

উত্তর : যাকাত কোনো মাসিক অনুদান নয়। চান্দ্রবছরের যে মাস থেকে হিসাব শুরু করবেন, তার পরবর্তী ১২ মাস পর্যন্ত যে পরিমাণ সম্পদ থাকে, তার ওপর একসাথে যাকাত দিতে হবে। কোনো কারণে নগদ টাকা না থাকলে সাধ্যমতো যত দ্রুত সম্ভব শোধ করতে হবে। এটা কিস্তি হিসেবে জমিয়ে রাখা ঠিক নয়।

যাকাত যে-কোনো মাসে দিতে পারেন। তবে রমজান মাসে যে-কোনো ভালো কাজের পুণ্য ৭০ গুণ বেশি। যাকাত যেহেতু ফরজ, রমজান মাসে এই ফরজের সাথে আরো ৭০ গুণ বেশি পুণ্য যোগ হয়। তাই রমজানে যাকাত আদায় করা বেশি বরকতময়।

প্রশ্ন | যাকাত হিসেবে গরিবদের লুঙ্গি শাড়ি দেয়াটা কি ঠিক?

উত্তর : যাকাতের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে যাকাতগ্রহীতাকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা। যাকাত এমনভাবে আদায় করতে হবে— এবছর যে যাকাত গ্রহণ করল, পরের বছর তাকে যেন আর যাকাত নিতে না হয়। শাড়ি, লুঙ্গি বা কিছু টাকা ব্যক্তিগতভাবে দিলে কখনো দারিদ্র্য বিমোচন হবে না। এটা সঙ্ঘবদ্ধভাবেই সম্ভব।

প্রশ্ন | আত্মীয়স্বজন কি যাকাত পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে?

উত্তর : প্রথমত পিতামাতা, দাদা-দাদি, নানা-নানিস্থানীয় ঊর্ধ্বতন সকল পরিজন এবং পুত্রকন্যা, নাতি-নাতনিস্থানীয় অধস্তন পরিজনদের যাকাত দেয়া যাবে না। অন্যান্য পরিজনদের ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসে যাকাত নয়, সদকা দিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। নবীজী (স) বলেন, উত্তম সদকা হচ্ছে নিজের পরিবার ও আত্মীয়দের জন্যে ব্যয়।

প্রশ্ন | যাকাতের টাকা দিয়ে গরিব পরিবারের কোনো মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা যাবে কি?

উত্তর : যদি সেই পরিবার যাকাত পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে মেয়েকে বিয়ে দেয়ার জন্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। কারণ যাকাতের একটি খাত হচ্ছে 'ফুকারাহ' অর্থাৎ দরিদ্র, বঞ্চিত বা দুস্থ। কোনো ব্যক্তি বা পরিবার দরিদ্র ও দুস্থ হলেই তাদের যে-কোনো ধরনের কল্যাণে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

প্রশ্ন | যাকাত ইসলাম ধর্মের একটি নির্দেশ। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, পাহাড়ি, ধর্মহীন মানুষকে কি যাকাতের টাকা দেয়া যায়?

উত্তর : যাকাত ইসলাম ধর্মের অপরিহার্য একটি নির্দেশ। কিন্তু যাকাতগ্রহীতার ক্ষেত্রে কোনোরকম জাতপাত ও ধর্ম বিবেচ্য নয়।

সূরা তওবা-র ৬০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যাকাত ব্যয়ের যে আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তার মধ্যে দুটি হলো ফুকারাহ ও মাসাকিন (অর্থাৎ দরিদ্র ও অক্ষম)। এখানে 'ফুকারাহ ও মাসাকিন' বলা হয়েছে, 'ঈমানদার বা মুসলমান ফুকারাহ-মাসাকিন' বলা হয় নি।

খোলাফায়ে রাশেদার আমলে ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তির ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করেছে। বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে এ প্রয়োজন পূরণ করা হতো। আর যাকাতের অর্থ বায়তুল মালেই জমা হতো। তাই যে-কোনো দুস্থ ও নিঃস্ব মানুষের কল্যাণে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

যাকাতের শুদ্ধাচার

১

যাকাতগ্রহীতার প্রতি তাচ্ছিল্য বা অবহেলার মানসিকতা পোষণ করা যাবে না। যাকাত করুণার দান নয়, দয়াদাক্ষিণ্যও নয়; ধনীর সম্পদে বঞ্চিতের অধিকার।

২

জনকল্যাণমূলক কাজ হিসেবে মসজিদ হাসপাতাল মাদ্রাসা বৃদ্ধাশ্রম এতিমখানা ইত্যাদির ভবন বা কোনো স্থাপনা নির্মাণে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার সুযোগ নেই। কারণ যাকাতের আটটি খাতের মধ্যে ভবন বা স্থাপনা নির্মাণের কথা উল্লেখ নেই।

৩

যাকাত প্রদান করতে গিয়ে আত্মপ্রচার ঠিক নয়। ব্যানার ঝুলিয়ে, সাইনবোর্ড লাগিয়ে, মাইকিং করে যাকাত দানের বিষয়টি প্রচার করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

৪

যাকে যাকাত দিয়ে সাহায্য করা হবে, তাকে জানানোর কোনো প্রয়োজন নেই যে, এটা যাকাতের অর্থ। প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত—যাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তি বা পরিবারকে এমনভাবে স্বাবলম্বী করা, যেন পরবর্তীতে তারাই যাকাতদাতা হতে পারেন। কোনোভাবেই গ্রহীতাকে হেয় বা লজ্জিত করা যাবে না।

৫

যাকাত কতভাবে কম দিয়ে পারা যায় অথবা না দেয়া যায়—সম্পদ হিসাবের সময় এ দৃষ্টিভঙ্গি বর্জনীয়।

কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রমের প্রতিটি অর্থ ব্যয় হয় কোরআন নির্ধারিত খাত ও নবীজীর (স) সুন্নত অনুসারে

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন পরিচালিত ৩৬টি সেবাখাতের
১৯টিতে শরিয়তসম্মতভাবে যাকাতের অর্থ ব্যয় হচ্ছে।

সেবাখাত	গড় ব্যয় (আনুমানিক)
এক. দরিদ্র (ফুকারাহ)	
ইমাম গাজ্জালি (র) হাফেজিয়া মাদ্রাসা লিল্লাহ বোর্ডিং	মাসিক ১০,০০০ টাকা/ শিক্ষার্থী
মুহাদ্দিসা আসমা (রা) হাফেজিয়া মাদ্রাসা লিল্লাহ বোর্ডিং	মাসিক ১০,০০০ টাকা/ শিক্ষার্থী
মাতৃমঙ্গল	গড়ে ৩০,০০০ টাকা/ গর্ভবতী
গৃহকর্মী স্বাস্থ্যসেবা	কমপক্ষে ২ হাজার টাকা/ রোগী
রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ	মাসিক ১,৫০০ টাকা/ শিক্ষার্থী
কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ (ছেলে, মেয়ে এবং ভোকেশনাল)	মাসিক ১১,৫০০ টাকা/ শিক্ষার্থী
বোধিছড়া পাবলিক স্কুল	মাসিক ৪,০০০ টাকা/ শিক্ষার্থী
শিক্ষাবৃত্তি	মাসিক ১,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকা/ শিক্ষার্থী
চক্ষু চিকিৎসা ও ছানি অপারেশন	২০ হাজার থেকে লক্ষাধিক টাকা/ রোগী
দুই. অক্ষম (মাসাকিন)	
প্রবীণসেবা	মাসিক ৯,০০০ টাকা/ প্রবীণ
স্বাস্থ্যসেবা	কমপক্ষে ২ হাজার টাকা/ রোগী
ত্রাণ সহায়তা ও পুনর্বাসন	সাহায্যপ্রার্থীর ন্যূনতম প্রয়োজনমতো
স্বনির্ভরায়ন	সাহায্যপ্রার্থীর ন্যূনতম প্রয়োজনমতো
সুন্নতে খতনা	গড়ে ৩,০০০ টাকা/ জন
দাফনসেবা	গড়ে ৮,০০০ টাকা
বস্ত্র বিতরণ	সাহায্যপ্রার্থীর ন্যূনতম প্রয়োজনমতো
দরিদ্র থ্যালাসেমিয়া রোগী	মাসিক ২,৫০০ থেকে ৭,০০০ টাকা/ রোগী
গৃহনির্মাণ	এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা/ জন
ছয়. ঋণমুক্তি	
আর্থিক সাহায্য	সাহায্যপ্রার্থীর ন্যূনতম প্রয়োজনমতো
সাত. আল্লাহর পথে জনকল্যাণমূলক কাজ, ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে	
বাংলা মর্মবাণীসহ আরবি আল কোরআন	গড়ে ৬০০ টাকা/ কপি

*উল্লিখিত টাকার পরিমাণ ২০২৬ সালের জন্যে প্রযোজ্য

সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায় করুন

যাকাতদাতা হওয়া নিশ্চিতভাবেই সৌভাগ্যের। যাকাত নিছক ব্যয় বা খরচ নয়; বরং জীবনের সবদিকে আরো বহুগুণ প্রবৃদ্ধির সুযোগ। এ সুযোগ এবং সৌভাগ্য পূর্ণতা পায় যখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায় করা হয়। তাই সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত দিন কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রমে। আপনার যাকাতের অর্থে স্বনির্ভর হোক লাখো পরিবার। বদলে যাক সারাদেশের বঞ্চিত শিশুদের জীবন।

যাকাত ক্যালকুলেটর

যাকাতের অর্থ পাঠাতে

A/C # 3556-102-000044
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, পূবালী ব্যাংক পিএলসি.
ইসলামিক উইন্ডো, প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ

প্রবাসীদের জন্যে—
SWIFT : PUBABDDH201
ROUTING NUMBER :
175275357

01315-393646
বিকাশ ও নগদ
Payment/ Merchant payment
Counter No-1

যাকাতের অর্থ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেলে সরাসরি দানের পাশাপাশি অনলাইনেও পাঠাতে পারেন
donate.qm.org.bd

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
quantummethod.org.bd
কেন্দ্রীয় দফতর : ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৩২৯-৭৪৬৬০৫
E-mail : info@quantummethod.org.bd
কাকরাইল : ১/১ পায়োনিয়ার রোড (ওয়াইএমসিএ ভবন) সেগুনবাগিচা, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০। **ফোন :** ০১৭১১-৬৭১৮৫৮, ০১৩২৯-৭৪৬৬১০

January 2026